ডায়মণ্ড
কমিক্স
DB-1

প্রাণ
SUVOM
চাচা চৌধুরী আর
আফলাতুন

☐

The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in political science and studying fine arts, he started his cartooning career in 1960 from Daily Milap, New Delhi.

During those days foreign comics had a sort of monopoly all over India. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters like **CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO** and **RAMAN** have become phenomenal success one after the other.

His name has been listed in the Limca Book of Records as the country's most prolific cartoonist of comics and his **CHACHA CHAUDHARY** strips have been acquired for display by the International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released for sale his comic book, 'RAMAN—UNITED WE STAND'. He was conferred the 'Thitholi' award for the year 1982.

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

— Publisher.

হো! হো!!
একটা ট্রাক লাওয়ারিস দাঁড়িয়ে আছে!

এটাকে নিয়ে চলি!
আমার কাজে আসবে!

ঘরররাট!

আরে? ডাণ্ডা কোথায় গেল?
কেউ নিশ্চয়ই চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে!

আমি সুদূর দিগন্তে ধুলো উড়তে দেখতে পাচ্ছি। ডাণ্ডা ওখানেই আছে!

একটু পরেই ওকে আমরা ধরে ফেলব !

ওস্তাদ ছাড়া আমাদের চলবে কি করে ?

জাগো ! তুমি এসে গেছ ?
হ্যাঁ, মনবীর ! দ্যাখো, আমি একটা ট্রাক এনেছি ! আমরা 'স্মাগলিং'-এর মাল এতে করে বইব !

এটা প্লাস্টিক শীট দিয়ে ঢেকে ফেল। পুলিশ দেখে না ফেলে !
© PRAN'S FEATURES

নিজেদের ট্রাক থাকলে আমরা কয়েক শিফটে মাল পাচার করতে পারব !
আমরা বড়লোক হয়ে যাব !

পরের দিন —
এসো, ট্রাকে মাল লোডিং শুরু করি!

তুমি ওদিক থেকে সরাও, আমি এদিক থেকে শীট সরাচ্ছি!

ধড়াকক!

000

আমরা তো ট্রাকে ঢেকে ফেলেছিলাম! তবুও তুমি কি করে চিনে ফেললে?
আমাদের ডগডগের টায়ারে প্রচুর জায়গায় পাংচার আছে!

চাচা চৌধুরী আর আফলাতুন

আফলাতুন! আমি শহরের দোকানদারদের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকার চাঁদা আদায় করে এনেছি!

কিন্তু আফলাতুনের খরচা বেড়ে গেছে। এই বোম্বা শহরের ব্যবসায়ীদের ওঠাতে হবে !
জোরো ঠিক বলেছে ! বেশী করে টাকা আদায় কর !

নং ২৫ আর নং ২৭ এসো, 'মৃত্যুর রাণীতে' বোস !

'মৃত্যুর রাণী' গাড়ী কারেন্সী নোট ভরে আনতে হবে !

আফলাতুনকে ট্যাক্স দাও !
কালই তো তুমি টাকা নিয়ে গেলে ! আজ আবার চাইছ কেন ?

ধাঁ ঘ় !

এর ক্যাশবাক্স নিয়ে চল!

চিনি আছে?
নিশ্চয়ই আছে, চাচা চৌধুরী! এখুনি দিচ্ছি!

শেঠ! দেখতে পাচ্ছ না রোদের মধ্যে অতিথিরা এসেছে? পাখার মুখ এদিকে ঘোরাও.

নাও!
হ্যাঁ! এবার দশ হাজার টাকা ট্যাক্স বের কর!
এটা আমার পক্ষে অনেক টাকা!

তুমি ভালোয়-ভালোয় না দিলে তোমাকে মেরে আমরা তোমার ক্যাশবাক্স উড়িয়ে নিয়ে যাব!
না! এটা অন্যায়!

তার আগে এই লংকা
গুঁড়ো চোখে দ্যাখো!
লংকা

উয়াহ! চোখে লংকা ঢুকে গেছে!
আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
চোখ জ্বলছে!
কেটে পড় এখান থেকে!

চাচা চৌধুরী! আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ!
তাড়াতাড়ি চিনি দাও! বাড়ী গিয়ে চা খেতে হবে!

ওদিকে আফলাতুনের কাছে –
তোমাদের লজ্জা করা উচিত! তোমরা তিনজন ছিলে আর ও একলা! তবুও তোমরা পালিয়ে এলে?

ও ছুঁচোটা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, আমাদের ধান্ধা চৌপাট করে দেবে!

চল! চাচা চৌধুরীকে পার্সেল করে নরকে পাঠাই!

বিনী! চা-টা ভাল হয়েছে! সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল!

ছুঁচো! এটা ছিল তোর শেষ চুমুক!
সেটা তুমি কি করে বলছ?

এখনও আমার কাপে চা রয়েছে!

বাকী চা তোর কপালে নেই! তুই এখুনি মরবি!

ধড়াকক!
আউচ্!

তড়ড়ড়রর!
ও আমাদের কাজে বাধা দিয়েছে! ওকে শেষ করে দাও!

মশাদের ছিন-ছিন আমি এক-দমই পছন্দ করি না!
ধড়াক!
আঁউচ্!

বাঁচাও!
ভৌ!
ভৌ!!

চাচী! এবার আমি শান্তিতে লস্যি খাব!

জুলজুলের বিয়ে

আমার জাদু গ্লোব !
আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে
শক্তিশালী লোক দেখাও !

যুবক! আমি পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দরী জাদুকরী জুলজুল তোমাকে নিজের স্বামী হিসেবে পছন্দ করেছি!
যাও-যাও! আমাকে কাজ করতে দাও!

তোমার অসীম শক্তি আর আমার জাদু এক হয়ে পড়লে আমরা গোটা পৃথিবী জয় করতে পারি!
মিস্ জুলজুল! মনে হচ্ছে, তোমার মাথার কোন স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে!

দ্যাখো! আমার সৌন্দর্য আর জাদুতে মোহিত হয়ে বেশ কিছু যুবক আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

তোমার গল্পে আমি প্রভাবিত হইনি! আমি সারা জীবন অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি!
অহংকারী! তুমি এর শাস্তি পাবে!

পাথরের চাঁই! এর মাথায় পড়ে একে গুঁড়ো করে দাও!

ওহোহ! অল্পের জন্য বেঁচে গেছি!

তুমি আমার একটা ইচ্ছে তো পূরণ করতে পার! আমার সঙ্গে বসে চা খাও!
আমি লস্যি খাই!

লস্যিই সই! ভেতরে এসো!

লস্যিটা সুস্বাদু!
প্রাণভরে খাও!

জুলজুল! তুমি হাসছ কেন ?
হো! হো!! আমি লস্যিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম- যেটা তুমি খেয়ে নিয়েছ!

যখন কোন খেলনা আমি পাইনা, তখন আমি সেটা ভেঙে ফেলি। এবার তুমি মরবে!

তোমাকে বিয়ে করার চেয়ে মরা অনেক ভাল !
কি বললে ?

আমি হেরে গেলাম। এই জাদু-ছড়ি দিয়ে আর কি হবে ?
কট্!
কড়াক্

চাচা চৌধুরী! সাবু বিষ খেয়েও মরল না কেন ?
আজকাল সব কিছুতেই ভেজাল, বিষেও !

বু-হু-হু! আমি মা বুলবুলের কাছে যাই!

জাদুকরী বুলবুল-
জাদু-আয়না! বলতো দুনিয়ায় সবচেয়ে সুন্দরী কে?
তুমি?
আমার ক্ষিধে পেয়েছে!

পতিদেব! ধৈর্য ধর, তোমাকে আসল রূপে ফিরিয়ে এনে খেতে দিচ্ছি!
শুম্... শা!!

নাও, তুমি আসল রূপে ফিরে এসেছ! খাও!

বু-হু-হু-! মা!
আমার মেয়েকে কে কাঁদিয়েছে?
তোমার আদর জুলজুলকে জেদী করে তুলেছে!

তুমি আমার মেয়েকে জেদী বললে ? কুকুর হয়ে যাও !

সাবু নামের এক শক্তিশালী যুবককে আমার পছন্দ হয়েছে! কিন্তু ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী নয় !
পুরুষদের রায় নিতে নেই !

যেভাবে আমি তোমার বাবাকে জানোয়ার বানিয়ে রেখেছি, সেভাবে এই জাদুছড়ি দিয়ে তুমি তোমার স্বামীকে কুকুর বানিয়ে ফেল, তারপর দেখ, ও তোমার পেছনে ঘুরে বেড়াবে!

আমি তাই করি! সাবুকে চাচা চৌধুরীর বাড়ীতে পাওয়া যাবে !

বোকারাম! তুমি আমাকে অপমান করেছ! এবার তার ফল ভোগ কর! আমি তোমাকে কুকুর বানাতে যাচ্ছি!

ইঁদুর! শালা আমার বাড়ী থেকে!

ঈ-ঈ-ঈ! ইঁদুর!

হো! জাদু-ছড়ি আমার মাথায় ছোঁও-য়ায় আমি জানোয়ার হয়ে পড়ছি!

ফুলজুল আমাকে কুকুর বানাতে এসেছিল!

মা!
?!

রাণা প্রতাপের গোঁফ
মহারানা! বাদশাহ আকবর খবর পাঠিয়েছেন, আপনি যেন ওনার অধীনতা স্বীকার করেন! নাহলে যুদ্ধ হবে!
বাদশাহকে বলে দিও যে, রাজপুত মাতৃভূমির রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেবে, কিন্তু কারও অধীনতা মেনে নেবে না!

বাহ্! প্রতাপ!
বাহ্!
ও দারুন অভিনেতা!

বাড়ীতে-
প্রিয়তম! তুমি নাটকে অন্য রোল কেন কর না?
কান্তা! রানা প্রতাপের রোল আমি এতদিন ধরে করে আসছি যে, লোকেরা আমার আসল নাম শম্ভুদয়াল ভুলে গিয়ে আমাকে প্রতাপ বলে ডাকে!
এবার আমি নাটকের পোশাক খুলে ঘুমোতে যাচ্ছি!

ঘর্! ঘর্!!

পরের দিন —
কান্তা! আমার নাটকের সব পোশাক পড়ে রয়েছে, কিন্তু গোঁফ গায়েব?

তোমার গোঁফ পাহারা দেওয়া ছাড়া কি সংসারে আমার অন্য কোন কাজ নেই?
গত আট দিনে এই নিয়ে আট-টা গোঁফ চুরি হল। যাই, গোঁফ কিনে আনি।

COSTUMES
কি রকম গোঁফ চাই? হিটলারের, স্ট্যালিনের, রাবণের, ঔরঙ্গজেবের না বাল গঙ্গাধর তিলকের?
রানা প্রতাপের!

কান্তা! আমি নতুন গোঁফ কিনে এনেছি! আজ রাতে আমি গোঁফ লাগিয়ে ঘুমোব, যাতে চুরি না হয়!

ঘর্! ঘর্!!

পরের দিন-
আমার গোঁফ?
গোঁফ বিনত-বিনাতে আমি দেউলিয়া হয়ে যাব! চাচা চৌধুরীর কাছে যাওয়া উচিত।

চাচাজী! ওই নিয়ে ন'বার আমার গোঁফ চুরি হয়েছে! আমি নাটকে অভিনয় করব কি করে?

প্রতাপ! চল, তোমার বাড়ী যাই!

মিসেস কান্তা! আমি আপনার জন্য স্কার্ফ এনেছি!
চাচাজী! আপনি কত ভাল?

স্কার্ফ পরে আমাকে কেমন লাগছে ?
খু-উ-ব সুন্দর !

ওহো হ ! মাথা চুলকাচ্ছে !
স্কার্ফে উকুন ছিল !

উ-উঃ! চুল খুলে ফেলে উকুন ঝাড়তে হবে !

প্রতাপ ! তোমার হারিয়ে যাওয়া গোঁফ-গুলো তোমার পত্নীর চুল থেকে বেরোল !

?!
আমাকে মাফ করে দাও ! আমার খুব বড় খোঁপা বাঁধার শখ ছিল। আমি রাতের বেলা ওগুলো চুরি করে নিজের খোঁপায় ঢুকিয়ে নিতাম !

মাইকোর চাল

কাকা! আমার কিছু টাকা চাই!
মাইকো! যতদিন আমার কাছে টাকা ছিল, তোমাকে দিয়ে এসেছি! আর আমার কাছে একটাও টাকা নেই!

এই ভাঙা-চোরা বাড়ীটা বেচে দিচ্ছ না কেন? টাকা আসবে, আমরা মজায় থাকব!
তা হতে পারে না!

এটা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রাসাদ! এই বাড়ীটার সঙ্গে সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে আর সেন্টিমেন্ট বিক্রী করা যায় না!
© PRAN'S FEATURES

আমার টাকা চাই, আর তা বাড়ী বিক্রী করেই পাওয়া যেতে পারে !

যাতে তুমি সেই টাকায় জুয়া খেলতে পার, অপদার্থ ! মাইকো ! তুমি আমার সব কিছু শেষ করে দিয়েছ ! এই বাড়ীটা হারাতে চাই না !

ওটা আমার শেষ কথা ! এবার আমাকে ঘুমোতে দাও !
এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে, কাকা !

মাঝ-রাতে--
ঘো! ঘো!!

ঘো! ঘো!!
মাঝরাতে এটা কার হাসির আওয়াজ ? দেখিতো !

হো! হো!!
মাইকো! এ তুমি কি করেছ?
আমি আমার মুণ্ডু কোট ধর থেকে আলাদা করে দিয়েছি!

যতদিন না তুমি এই সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিচ্ছ, ততদিন আমি ভূত হয়ে এখানে থাকব! হো! হো!!

হো! হো!!
এখান থেকে পালিয়ে রাতটা অন্য কোথাও কাটানো উচিত!

সকালে—
এ তো হরিপদ মনে হচ্ছে!
হরিপদ! পার্কে শুয়ে আছ কেন?

ভূতের সঙ্গে কে থাকবে? আমার ভাই-পো মাইকো নিজের মুণ্ডু কেটে প্লেটের ওপর রেখে দিয়েছে!
হা! হা!! হরিপদ বাবু রিটায়ার করার পর পাগলের মত কথা বলতে লেগেছেন!

এসো তোমার বাড়ীতে গিয়ে দেখি !
চাচাজী ! আমিও যাব ?
না সাবু ! তুমি এখানেই তাজা হাওয়া খাও !

ভূতের সঙ্গে আমি একাই লড়ব !

হো! হো!
শুনুন ! ভূত হাসছে !

ছি ! ছিঃ !! এ কোন চিড়িয়াকে নিয়ে এলে ? মনে হচ্ছে এর শেষ সময় এসে গেছে, তাই এ এখানে এসেছে !

আমার কাছে এসো না ! নয়তো মারা যাবে !
মরা লোক অপরকে কি মারবে ?

আচ্ছা! টেবিলের নীচে সাইজো নিজের শরীর লুকিয়ে রেখেছ!

টেবিলে আরশ্লোট ফুটো রয়েছে, এটা দিয়ে ওর মাথাটা টেবিলের ওপরে দেখা যায়, টেবিলের নীচে বাকী শরীরটা চাদরে ঢেকে থাকার জন্য দেখা যায় না!

তুমি এমন কেন করলে?
যাতে তুমি ভূতের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাও আর আমি এই বাড়ী বেচে টাকা উসুল করতে পারি!

অপদার্থ! বেরিয়ে যা আর কখনো মুখ দেখাবি না!

সাবু! এসো বাগানে পায়চারী করি!

মিনিস্টার আর বাখু

মিনিস্টার! আমি জানি তুই ক্ষুধার্ত! কিন্তু তুই কিছু রোজগার করে আনলে তবেই খেতে পাবি!

গঁর র ড় ড়!

© PRAN'S FEATURES

খপ্, প্!
শাবাশ মিনিস্টার!

এত টাকা?

পরের দিন।
টিপকু! আমি ডায়মন্ড ব্যাংকের সেফটী ভল্টে কিছু একটা রাখতে যাচ্ছি!

সঁ.র.র.রাৎ!
ওহো হু! আমার বাক্স!
উঃ!

লাখ-লাখ টাকার হীরে !... মিনিষ্টার! আজ তুমি ভাল মাল এনেছ। তাই আজ আমি তোমাকে মাংস খেতে দিয়েছি!

চাচা চৌধুরী! কিছু দিন ধরে যে হীরে বা টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি, একটা শকুন ওগুলো নিয়ে পালাচ্ছে।
ও শকুনটা মনে হচ্ছে পোষা!

শেঠ রায়-রায়: এই মোতিটা নিয়ে যাও! তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!

এই মোতি আমার সমস্যা কি করে দূর করবে? কিন্তু চাচা চৌধুরী যখন বলছে সত্যি হতেও পারে.

ঝপাট্ টু!
ওহো! মোতি?

বাহ! এবার এত বড় মোতি? মিনিষ্টার! ওটাকে নীচে ফেল!

আহা হ! ওটা হাত থেকে পড়ে গেল!

কড় ড় ব ম্ ম্!

আসলে ওটা মোতি নয়, ছোট্ট বোম ছিল!

রিমোট কন্ট্রোল

আজ টি.ভি-তে ফুটবল ম্যাচ দেখাবে! ওটা নিশ্চিন্তে বসে দেখব!

বাঃ!
এই নাও, পান খাও!

উনি সজোরে কিক নিয়েছেন! বল গোলের দিকে ছুটছে!

রাকেট! চাচাজী এবার নিশ্চিন্তে ম্যাচ দেখতে পারবেন! যতক্ষন কাকীর মুখে পান থাকবে, উনি কথা বলতে পারবেন না। এসো, আমরাও কোথাও ঘুরে আসি!

চৌধুরী! বাইরে এসো, তোমার জন্য ভাল খবর আছে!
ধমাকা সিং!

আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই! এসো, আমরা কোলাকুলি করি!

আজ থেকে আমাদের শত্রুতা খতম !

আমার তরফ থেকে এই পেনটা উপহার হিসেবে গ্রহণ কর !
ধন্যবাদ !

ধমাকা সিং ! তুমি ওকে পেন দিলে কেন ?
ওটা আসলে পেন নয় ! মিনি বোম ! এই রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপলেই বিস্ফোরণ হবে আর চাচা চৌধুরী উড়ে যাবে !

রিমোট কন্ট্রোল টেপ !
আরে র ! আমার ছেলে গির-নেড ভেতরে যাচ্ছে ! ও-ও মারা পড়বে .

গিরনেড বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে !

গিরানেভ বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর হাতে ওটা কি ?

বাবা! স্কুলের হোমওয়ার্ক করার জন্য আমার কাছে পেন ছিল না! আমি চাচাজীর কাছ থেকে এই পেনটা নিয়ে এসেছি!
এ্যাঁ? এটা যে সেই পেন - বোম !

হ্যাঁ! এর রিমোট কন্ট্রোল আমার কাছে আছে! বোতাম টিপলেই তোমার ছেলের হাতের পেন - বোম ফেটে যাবে!
দাঁড়াও! তোমার কাছে আমার রিমোট কন্ট্রোল গেল কি করে ?

যখন আমরা কোলাকুলি করছিলাম, তখন আমি তোমার পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল বের করে নিয়েছিলাম আর আমার টি.ভি.র রিমোট কন্ট্রোলটা তোমার পকেটে রেখে দিয়েছিলাম !
© PRAN'S FEAT.

গিরানেভ! পেন-বোমকে ছুঁড়ে ফেলে দাও !

এ পেন-বোমাকে নষ্ট করে দেওয়াই উচিত !

চাচা চৌধুরী বোতাম টিপলেন !

কড় ড় ড়

আমি আবার ব্যর্থ হলাম !

বিনি: এই ঠোঙায় কুড়িটা পান আছে! এগুলো খাও! এখন আমি টি.ভি.তে ক্রিকেট ম্যাচ দেখব !
আমি পান খেয়ে নিয়েছি !

জগিং

সাবু! সকাল-সকাল চললে কোথায়?
চাচাজী! আমি রোজ জগিং করতে শুরু করেছি! এতে শরীর ফিট থাকে!

একটু দূরে-
বিংকু! রাস্তায় তেল ছড়াচ্ছ কেন?
সাবুর সোনার কুণ্ডলটা হাতাবার জন্য!
© PRAN'S FEATURES

কিন্তু সাবু প্রচণ্ড লম্বা! তোমার হাত ওর কান পর্যন্ত্য পৌঁছবে কি করে?
কুণ্ডল আমার হাতে আপনা থেকে এসে যাবে। জগিং করতে-করতে সাবুর পা তেলে পড়লেই ও পড়ে যাবে আর কুণ্ডল আমার হাতে চলে আসবে!

আজ অনেকটা দৌড়নো যাক !

উঁ উঁ প্‌ প্‌!

ঝটকায় ওর কানের কুন্তল খুলে গেছে !

এবার এগুলো আমার ! এই কুন্তল বিক্রী করে কয়েক হাজার টাকা পাব !

আরেরর ! দাঁড়াও !
এবার আমাকে কেউ ধরতে পারবে না !

এই চলন্ত গাড়ীতে লিফট্ নেওয়া যাক !

হো! হো!!

ওহোহ! রেড লাইটে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার পালানো উচিত! লম্বু আমার পেছু নিয়েছে!
SOAP

এই বাড়ীটায় ঢুকে পড়ি!

দেখেছ! লম্বা হওয়াটা কত ক্ষতিকারক! তুমি এই বাড়ীতে ঢুকে আমাকে ধরতে পারবে না! বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যাও!

আমি অন্য রাস্তাও জানি!

হু-
হুবা!

কি?
আরে র! এই নাও তোমার কুণ্ডল! আমি তো ঠাট্টা করছিলাম!

সাবু! তুমি জগিং সেরে ফিরতে দেরী করে ফেলেছ! তোমার খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে!
আজ একটু বেশী দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে!

বোজনের বোম

বোজন! আমরা যদি সাবুকে মেরে ফেলি, তাহলে চৌধুরীর শক্তি অনেক কমে যাবে!

ধমাকা সিং! ধরে নাও, লম্বু মরে গেছে!

কি করে?

আমি এই বোমটা লম্বুর জুতোয় রেখে দেব। ও যখন স্নান করে উঠে জুতোয় পা গলাবে, তখন বোমটা ফেটে যাবে আর ও মারা যাবে !
তোমার এই প্ল্যানটা মন্দ নয় !

চাচাজী ! সমুদ্রে অনেক দূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে আসি !
ঠিক আছে !

আজই ওর জীবনের শেষ স্নান হবে !

জুতোয় বোম রেখে দিয়েছি ! এবার কেটে পড়ি !

এখান থেকে আমরা লম্বুকে মারা যেতে দেখব !

অনেক সাঁতার কেটেছি! এবার কিনারে ফিরে চল!

মঙ্গলু মুচি?
সাবু! আমি তোমার জন্য নতুন জুতো বানিয়ে এনেছি! পায়ে দিয়ে দ্যাখো!

নতুন জুতো দারুণ ফিট করেছে! ধন্যবাদ, মঙ্গলু!

এই পুরোন জুতো আর কি দরকার? এটা ফেলে দিই!

?
কড়ড়ড়বমম!

বোজন! তুমি আমাকে মেরে ফেললে!
পরের দিন-
ধমাকা সিং! নিরাশ হয়ো না! আমি ওকে ট্রাকের নীচে পিষে ফেলব!
ঠিক আছে! আমি জানি ওদের কোথায় পাওয়া যাবে!
চাচাজী! আমরা জলখাবার খেয়ে নিয়েছি!
তাহলে চল, একটু ঘুরে আসি!
বোজন! ঐ দ্যাখো, ওরা দুজনে যাচ্ছে!
দুজনেই একসাথে মরবে!
ট্রাক ফুল স্পীডে চালাও!

সাবু, লাফাও!
ঘর র রা টু টু!
হা! হা!!
ধমাকা সিং! গঙ্গা-স্নান করে নাও!

বাজেটের
ট্যাক্স

শহরের বাইরে উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি দৌড়াচ্ছিলো যার মালিক ছিলেন শেঠ লাভরাম।

সব কাজ যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় তাহলে দু'দিনে লাখ-লাখ টাকা রোজগার হয়ে যাবে।

যাঃ! রাস্তায় একটা গাছ পড়ে আছে।

শেঠ! মরবার জন্যে প্রস্তুত হও!
ডাকাত সর্দার গোবর সিং আমি তোমার সামনেই দেখা করতে এসেছিলাম

হো-হো! আমার সাথীরা যখন কাউকে ধরে আনে তখন তো কেউ আসতে চায়না। নিজের থেকে কে এখানে আসে!

গোবর সিং! আজ পর্য্যন্ত তুমি ডাকাতি করে বেশির চেয়ে বেশী কত রোজগার করেছো!
সত্তর হাজার! এক বড় লোকের ছেলেকে চুরি করে তার বাপের কাছ থেকে আদায় করেছিলাম।

আমি তোমাকে একদিনেই লক্ষপতি বানাতে পারি যদি তুমি রাজী থাক!

কি বললে? আবার বলো!

দু'দিন বাদেই রাজ্যের বাজেট পেশ করা হবে। যদি আমরা তার আগেই জানতে পারি যে কোন কোন জিনিসের ওপর ট্যাক্স পড়বে তাহলে সেসব জিনিস বেশী করে কিনে রেখে পরে তা বেচে দেব।

কিন্তু কোন জিনিসের ওপর ট্যাক্স বাড়বে সেসব আমরা কি ভাবে জানতে পারবো?
তারজন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই।

গোবর! এই কথাটা তুমি রাজ্যের অর্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারবে!
আমি বুঝেছি সেঠ!

এই বিজনেসে তিন ভাগ পয়সা তুমি দেবে আর এক ভাগ দেব আমি
কিন্তু মুনাফা অর্ধেক অর্ধেক হবে, কেননা মন্ত্রীর কাছ থেকে জিনিসের লিস্ট তুমি আনবে।

ওই হলো অর্থ মন্ত্রীর বাড়ী!

অর্থ মন্ত্রী।
আমি বাজেটের কপি চাই!
এ কি ধরণের ইয়ারকি!

বাবা, চলো বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে!

তুমি যদি আমাকে ট্যাক্স লাগা জিনিসপত্রের লিস্ট না দাও তাহলে তোমার মেয়ের আজ শেষ দিন।
কিন্তু বাজেটের কপি আমার কাছে নেই!

আমি পরামর্শের জন্যে সেটা চাচা চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছি। উনি গরীব জনতার জন্যে ভাবেন তাই আমি ওনার পরামর্শ নিই।
এটা কোনও চাল নয়তো তোমার?
বিশ্বাস করো!

ঠিক আছে তোমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। যদি পুলিসে খবর দাও তো মেয়েকে খতম করে দেবো!
বাবা! বাবা!

চলো চাচা চৌধুরীর বাড়ি।

সকাল সকাল কিসব কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছো?
রাজ্যের বাজেট দেখছি আমি!
নিজের বাড়ির বাজেট তো বিগড়ে রেখেছো। তুমি রাজ্যের কি উন্নতি করবে?

ওহো: গিন্নী! এগুলো জরুরী বিষয়। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও!

যাই পাঁচার মার কাছ থেকে হলুদ চেয়ে নিয়ে আসি।

নাও, এসে গেল চাচা চৌধুরীর বাড়ি। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

চৌধুরী আমি সেইসব জিনিসের
স্ট চাই যার ওপর ট্যাক্স
ড়ছে।
তুমি কিকরে জানলে যে বাজেটের কপি আমার কাছে আছে? এ তো গোপন থাকে।

একে চিনতে পারলে?
জেঠু!

চৌধুরী! যদি তুমি এক্ষুনি বাজেটের কপি আমাকে না দাও তাহলে মন্ত্রীর মেয়েকে আমি গুলি করে মেরে ফেলবো! সে দায়িত্ব তোমার হবে!
এই নাও লিস্ট।
হো! হো! বড় চালাক ভেবতে নিজেকে। কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন!
ব্যস গোবর! এখন শুধু লাভেই লাভ। আমাদের এখন উচিৎ বেশী করে জিনিস কিনে স্টক করে রাখা।
দুদিন পর।
লাভরামের গুদাম
সেঠজী! অ্যাসেমব্লীতে বাজেট ঘোষণা হয়ে গেছে।
ব্যস! তার মানে এখন আমরা কোটিপতি। আমাদের স্টক গুলো এবারে ডবল দামে বিক্রী করতে হবে।

হ্যালো ! ঝপঝাপ কোম্পানী ! আমাদের কাছে কেরোসিন তেলের বড় একটা স্টক আছে , কিনবে ?
সেঠ লাভেরাম ! ওই তেল দিয়ে স্নান করো । বাজেটে এবার তেলের ওপর ট্যাক্স পড়েনি । মিনিস্টারের নির্দেশ এসেছে যে এটা গরীব লোকেদের ব্যাবহারের জিনিস ।

হ্যালো ! ঠনঠন কোম্পানী আমার কাছে চিনির বড় রকমের স্টক আছে । তো
বাজারে চিনি সস্তা হয়ে গেছে । মিনিস্টারের বক্তব্য হলো যে, দেশের লোক সস্তায় চিনি খেতে পেলে তারা মিষ্টভোগী হবে আর দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে না ।

লাভেরামের গুদাম
সর্বনাশ হয়ে গেল!

আমি ওই শেয়াল চাচা চৌধুরীকে গিয়ে মজা দেখাচ্ছি । ও ব্যাটাই ট্যাক্স না লাগার জিনিসের লিস্ট দিয়ে সব সর্বনাশ করেছে । ওকে আমি জ্যান্ত ছাড়বোনা ।

বেল্লিক ভাই ! কেন তুমি এই ভারী ড্রামটা ওপরে তুলছো ? ওটা আমাকে দাও আমি পৌঁছে দিচ্ছি ।

সাবু! পাহাড়ের ওপারে একটা ফ্যাক্টরীতে এই ড্রামটা পৌঁছাতে হবে।
কোনওরকমে এটাকে ওপরে পৌঁছাতে পারলেই এটা নিজের থেকে ওপারে গড়িয়ে চলে যাবে।

ওই পাশে ..
চৌধরী! আমি তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।

গোবর ভাই! একটু অপেক্ষা করো!
না! তাহলে তুমি আবার ফাঁকী দিয়ে পালালে।

!!

বাঁচাও!

উ-উ-ফ!

নাও, তোমার
রী ড্রামটা
ফ্যাক্টরীতে পৌঁছে
দিলাম।
আচ্ছা, তো লম্বু তুই
ছিলি? যার জন্যে
ভারী ড্রামটা আমার
কোমর ভেঙ্গে বেরিয়ে
গেল। আমি তোকে
মজা দেখাবো দাঁড়

ফিরে এলে তো হাজাম করিয়ে !
ধমক সিং এটা ইয়ার্কী মারবার সময় নয়। ওর বদলা নিতে হবে।
কি হয়েছে ?
সাবু আমার কাজে বাঁধা দিয়েছে।
ওর জীবন যাত্রা শেষ করে দাও।

কিন্তু ও তো লম্বা চওড়া পাহাড়ের মতন মানুষ।
গোবর ! তুই গোবরই থাকবি, আজকাল বিনা অস্ত্রে কিছু হয় না। ছোট কুড়ুলি, বড় বটগাছকেও কেটে ফেলতে পারে বুঝলি হাঁদা ?

নাও ! ফরেন স্মাগল্ড অটোমেটিক মেশিনগান। এক মিনিটে 120 টা গুলি চালাতে পারে এটা।

এত গুলো গুলি যার লাগবে সে দ্বিতীয় নিঃশ্বাস ফেলবে না, তা সে সাবুই হোক না কেন।

ঠিক আছে, আগে আমি পাহাড়টাকে ফেলি তারপর ওর সাথী ইঁদুরটাকেও আমি খতম কোরবো।

ন্টু ! ওই পটকাটা নিয়ে কোথায় ঘুরছো ?
চাচাজী ! আমি দেশলাই খুঁজছি ওটাকে জ্বালাবার জন্যে।

ওই যে দেশলাই
একটা কথা আরও, ওই পটকাটা কিন্তু সাংঘাতিক এখানে ফাটালে দরজার সব কাঁচ ভেঙ্গে যাবে।

তাহলে চলো মাঠে যাই।

সাবু ! তোমার জন্যে স্পেশাল ছাপিয়ে গল্পের বই নিয়ে এসেছি।
করিম সাহেব ! আপনি কেন কষ্ট করলেন ?
তুমি একদিন আমার ছাপাখানা আগুনের থেকে বাঁচিয়ে ছিলে। এটা নাও।

বাঃ ! এই বইতে তো পৃথিবীর সব প্রসিদ্ধ রূপকথার গল্প আছে দেখছি।
এগুলো পড়ে তুমি অবসর সময়ে ভাল আনন্দ পাবে।

পেয়েছি তোকে দাম্বু! এখন পড়ে নে তোর জীবনের শেষ লাইন।

পটকা ফাটাবার জন্যে এই জায়গাটাই উপযুক্ত।

কড়.ড়.ড়বম্‌ম্‌!
দেখো, তোমার পটকায় কি ফুল ফুটিয়েছে।

চাচা চৌধুরী কমিকসে

চাচা চৌধুরী আর ৪৪০ ভোল্ট
চাচা চৌধুরী আর সাউথ ব্লকের ওপরে হামলা
চাচা চৌধুরী আর সাবুর শক্তি
চাচা চৌধুরী আর কাঙ্গো
চাচা চৌধুরী ও মহিলা পকেটমার
32 চাচা চৌধুরী ও গোলামের বিক্রী
চাচা চৌধুরী আর শিশু চিত্রতারকা ববি
চাচা চৌধুরী আর রাকার জবাব
চাচা চৌধুরী আর ব্যাটস্ম্যান পল্টন
চাচা চৌধুরী আর স্কাই ডাইভার্স
325 চাচা চৌধুরী আর রাজকুমারী অজা
314 চাচা চৌধুরী আর আজকের রবিন হুড
311 চাচা চৌধুরী হাইজ্যাকার
294 চাচা চৌধুরী আর তুষার-মানব
300 চাচা চৌধুরী আর তেরঙ্গা
281 চাচা চৌধুরী আর চমৎকারী মুর্গী
262 চাচা চৌধুরী আর সোনার ইঁট
253 চাচা চৌধুরী আর চমৎকারী আতর
চাচা চৌধুরী আর বিদেশী গাড়ী
244 চাচা চৌধুরী আর রাকার তাণ্ডব
1 চাচা চৌধুরী অন্তরীক্ষে
2 চাচা চৌধুরী ও নরখাদক
3 চাচা চৌধুরী ও সাবুর অপহরণ
4 চাচা চৌধুরী ও ব্যাংক লুটেরা
5 চাচা চৌধুরী ও আকবরী খাজানা
6 চাচা চৌধুরী আর গব্বর সিং-এর মোকাবিলা
7 চাচা চৌধুরী আর বোতলের দৈত্য
8 চাচা চৌধুরী ও শিকারী লকড়বগ্গা সিং
9 চাচা চৌধুরী ও কারাটে সম্রাট
10 চাচা চৌধুরী ও সাবু কালো দ্বীপে
11 চাচা চৌধুরীর দুমদাম
12 চাচা চৌধুরী ও হাতীর ব্যবসা
13 চাচা চৌধুরী ও সাবুর ওপর আক্রমণ
14 চাচা চৌধুরী ও চম্পত-সম্পত
15 চাচা চৌধুরী ও সাবুর হাতুড়ী
16 চাচা চৌধুরী ও পট্‌লার কোমর
17 চাচা চৌধুরী ও পোপট্‌লাল
18 চাচা চৌধুরী ও হাকিম জামালগোটা
19 চাচা চৌধুরী ও রাকা
20 চাচা চৌধুরী ও রাকার পুনরাগমন
21 চাচা চৌধুরী আর রাকার বদলা
22 চাচা চৌধুরী আর বিল্লু ও পিঙ্কী
23 চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
24 চাচা চৌধুরী ও মাডাম জোরো
25 চাচা চৌধুরী ও উড়ন্ত গাড়ী
26 চাচা চৌধুরী ও রহস্যময় চোর
27 চাচা চৌধুরী ও সাবুর বুট
28 চাচা চৌধুরী ও সাবুর বিয়ে
29 চাচা চৌধুরী ও রোবোট
30 চাচা চৌধুরী ও ক্রিকেট ম্যাচ
31 চাচা চৌধুরী ও হীরের চাষ
33 চাচা চৌধুরী ও রাকার সঙ্গে সংঘর্ষ
34 চাচা চৌধুরীর সুবিচার
37 চাচা চৌধুরী আর হাইওয়ের ডাকাত
40 চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী-ফারমান আলী
43 চাচা চৌধুরী আর এক কোটির হীরে
47 চাচা চৌধুরী আর যুধিষ্ঠিরের মুকুট
52 চাচা চৌধুরী আর রাকার তুফান
55 চাচা চৌধুরী আর শেখ ইবনে বতুতা
84 চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে
86 চাচা চৌধুরী আর বেনারসী জোচ্চোর
91 চাচা চৌধুরী জুপিটারে
97 চাচা চৌধুরী ও প্রোফেসর শাটলকক
100 চাচা চৌধুরী আর রাকার আক্রমণ
104 চাচা চৌধুরী আর রাস্তার ভূত
112 চাচা চৌধুরী আর চালাক গোশা
115 চাচা চৌধুরী আর সাবুর দেশ
117 চাচা চৌধুরী আর গাজা
119 চাচা চৌধুরী আর ট্রিপল নাইন
123 চাচা চৌধুরী আর বিচিত্র চিড়িয়াখানা
125 চাচা চৌধুরী আর সম্রাট অশোকের গুপ্তধন
128 চাচা চৌধুরী আর ফিল্ম স্টার
133 চাচা চৌধুরী আর রাকার চ্যালেঞ্জ
144 চাচা চৌধুরী আর বিষাক্ত মানব নোরা
145 চাচা চৌধুরী আর জেদী কাজান
148 চাচা চৌধুরী আর বিং বেং
160 চাচা চৌধুরী আর র‍্যাম্বো
170 চাচা চৌধুরী আর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড
183 চাচা চৌধুরী আর পপ্ শো
189 চাচা চৌধুরী বাঁদরদের দেশে
191 চাচা চৌধুরী আর আফলাতুন
200 চাচা চৌধুরী আর রাকার খেলা
218 চাচা চৌধুরী আর ওয়ার্ল্ড কাপ
231 চাচা চৌধুরী টোকিওতে
235 চাচা চৌধুরী আর দেহরাদুন এক্সপ্রেস
254 চাচা চৌধুরীর অপহরণ

চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট - ২৫.০০
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট ১-২৭

চাচা চৌধুরী ডবল ডাইজেস্ট
৩০.০০
চাচা চৌধুরী ডবল ডাইজেস্ট -১-২